ক্যাম্বেলটাউন বাংলা স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরষ্কার বিতরনী সম্পন্ন

আতিকুর রহমান ॥ গত ৮ই মে ২০১১ তারিখে সিডনীর সাউথ ওয়েস্ট এলাকাস্থ বহুল পরিচিত ক্যাম্বেলটাউন বাংলা স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে শেষ হয়েছে। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ভিন্ন বয়স অনুযায়ী স্কুলের ছাত্রদের দৌড়, স্কিপিং জাম্প, মার্বেল দৌড়সহ বিভিন্ন খেলাধূলার ব্যবস্থার করা হয়েছিল। মহিলাদের জন্য মিউজিক্যাল চেয়ার এর প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল। সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন স্কুলের সভাপতি মাসুদ চৌধুরী, এস, এম আবু নাসের ও প্রধান শিক্ষিকা মিসেস রোকেয়া আহমেদ। প্রতিযোগিতায় যারা অংশগ্রহন করে তারা হল: সৌরভ, রাফি, রাকিন, সামিহা, আইয়েনা রহমান, ইমন, মাহফুজ, কহিনুর, সাবনুর, সামরিন, সুস্মিতা, রাফিয়া, নওরিন, মানসিব, জারা, রিহানা, সেলিন, সাইয়ার, রেজা, রওনক, রাইসা, প্রহ, মুমিত, রিয়াদ, ইটকুস, সালমান, সিপান, জুনাইয়া, মুনুন, রাফি, তাসমিহা, সারিকা, তামজিদ, সুজানা, মালিহা, রেদওয়ান, রাহাত, সুষমা, জেনিফার, ফাইজা, লরনা, নাদিয়া, লুগনা, আবহা, রাফিদ, সাফায়াত, সিলমা। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শেষে অতিথিদের জন্য বি.বি.কিউ এবং সংগীতের ব্যবস্থা ছিল। সংগীত পরিবেশন করেন লাল সবুজের শিল্পীরা।

গত ২১ মে মিন্টুস্থ দি গ্রেনজ পাবলিক স্কুলে ক্যাবেলটাউন বাংলা স্কুলের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বিজয়ীসহ অংশগ্রহনকারীদের পুরষ্কার প্রদান করা হয়। পুরষ্কার বিতরণ করেন যথাক্রমে স্কুল পরিচালনা কমিটির প্রাক্তন সভাপতি শাহ আলম সৈয়দ, ড.মির্জা মনিরুল হাসান, আবদুল জলিল, মোসলেম মিঞা, নাজমুল খান, ক্যাম্বেলটাউন সিটি কাউন্সিলের সাবেক মেয়র এরন রোল, ডা: বজলুল করিম, কামরুল ইসলাম, প্রফেসর আলিমুন মিয়া, মাইনুল চৌধুরী, শাহ আবদুল মতিন পপলু, স্কুলের প্রিন্সিপাল রোকেয়া আহমদ। সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় সভাপত্বি করেন স্কুলের সভাপতি মাসুদ চৌধুরী। পুরস্কার বিতরণের পর মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। গান পরিবেশন করেন মিজানুর রহমান তরুন, নাজমুল খান, কামরুন নাহার মিতা। তবলায় সহায়তা করেন জাহিদ হাসান। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কামরুন নাহার মিতা। অনুষ্ঠানটির সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন মাসুদ চৌধুরী। ক্যাম্বেলটাবউন বাংলা স্কুল বৃহত্তর সাউথ ওয়েষ্ট এলাকায় একমাত্র বাংলা স্কুল হিসেবে দীর্ঘদিন বেশ সুনামের সাথে নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের বাংলা, আরবী এবং দেশের সংস্কৃতি বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে আসছে। লেখাপড়ার বিভিন্ন সামাজিক কর্মেও তারা অংশগ্রহন করে আসছে।